بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৭ অক্টোবর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর হামবুর্গস্থ বাইতুর রশীদ মসজিদ-এ প্রদত্ত ৭ অক্টোবর ২০১১-এর (৭ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতা এবং আহমদীদের দুঃখ-কষ্ট দেয়া, আজ কোন নতুন বিষয় নয় বা আহমদীয়াতের ইতিহাসে কেবল নিকট অতীতের ব্যাপার নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পরপরই এই বিরোধিতার ভীত রচিত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক কাছের মানুষ যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্বের দাবী রাখত, তাদের দৃষ্টিতে সে যুগে তাঁর মত ইসলাম সেবী আর কেউ জন্মেনি। কিন্তু যখন তাঁর দাবী সম্পর্কে অবহিত হল, যখন তাঁর এই ঘোষণা শুনল যে, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমাকে বলেছেন, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের কথা ছিল সে তুমি-ই। এ যুগে বান্দার সাথে খোদার সম্পর্ক স্থাপনকারী আর খোদার প্রিয় তুমি-ই কেননা, আজ খোদার বন্ধু (মহানবী)'র প্রতি ভালবাসায় তোমার চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ নেই। তুমিই وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ এর পরিপূরণস্থল। অতএব সেসব মানুষ যারা তাঁকে ইসলামের বিশ্বস্ত ও সত্যিকার সেবক মনে করত; যারা বলত, এ যুগে তাঁর কোন জুড়ি নেই বা তুলনা নেই— কিন্তু দাবীর পর তারাই যে কেবল তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই নয় বরং তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার জন্য এমন সব অমুসলমান যারা মহানবী (সা.)-এর অবমাননায় সর্বাগ্রে ছিল তাদের যোগসাজসে এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় ও মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও এরা কুণ্ঠা বোধ করেনি।

কাজেই আজ আমরা যে বিরোধিতার সম্মুখীন এটি আহমদীয়া জামাতের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। যেভাবে আমি বলেছি, স্বয়ং তাঁকে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে] যখন কিনা তাঁর সাথে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ ছিল— এই নিষ্ঠুর বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারীদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত

হবার মত শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্ত্রী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি কাবুলের মাটিতে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে দু'জন একনিষ্ঠ সাহাবীকে শহীদ করার মত কষ্টদায়ক ও হৃদয়বিদারক সংবাদও তাঁকে শুনতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খোশ্‌ত (প্রদেশে)'র সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর নিজের ছিল হাজারো অনুসারী আর রাজ দরবারে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত গণ্য হতেন। এমন বিশ্বস্ত ও ফিরিশ্‌তাতুল্য, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী অনুসারীদের শহীদ হওয়ার মত মর্মাবিদারক সংবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

তিনি এই শহীদের শাহাদতের ঘটনাবলী সম্বলিত একটি বিস্তারিত গ্রন্থ 'তাযকিরাতুশ্‌ শাহাদাতাঈন' লিখেছেন যাতে তাঁর পুণ্য, খোদাভীতি, আহমদীয়াত গ্রহণ এবং অন্যান্য ঈমানী বিষয়াদীর পাশাপাশি শাহাদতের ঘটনা বিভিন্ন পত্রের আলোকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন যা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-কে তাঁর ভক্তরা লিখেছেন। আর শেষের দিকে তিনি (আ.) উল্লেখ করেন, **'হে আব্দুল লতীফ! তোমার প্রতি সহস্র সহস্র রহমত, কেননা তুমি আমার জীবদ্দশাতেই নিজের বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছো'**। আবার একই পুস্তকে তিনি (আ.) আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **'আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, এই ধরনের অর্থাৎ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের মত ঈমান লাভের জন্য দোয়া করতে থাকুন কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিছু খোদার জন্য আর কিছু দুনিয়ার জন্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশে তার নাম মু'মিন বলে গণ্য হবে না'**।

কাজেই এই দোয়াই প্রত্যেক আহমদীর করা উচিত আর নিজেদের কাজকর্মও তদ্রুপ করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি আর নবীদের ইতিহাসও একথাই বলে, তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের কঠোর পরিস্থিতি ও অসহনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এমনকি আমাদের মনিব ও অভিভাবক আর খোদার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)— যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, তাঁর জন্যই এই স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি করেছি, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরও এসব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই ইতিহাস পাঠ করে আর এ সম্পর্কে জানাও আছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পাশাপাশি শত শত মানুষকে প্রাণও হারাতে হয়েছে।

অতএব যখনই জামাতের উপর ভয়াবহ পরীক্ষার যুগ আসে তখন নবীদের ইতিহাস বরং সবচেয়ে বেশী মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের যুগ আমাদেরকে দৃঢ়তা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, পাশাপাশি এই দৃঢ় প্রত্যয়ও সৃষ্টি করে যে, এসব বিপদ ও পরীক্ষার যুগ ভবিষ্যত বিজয়ের পথ সুগম করার জন্য এসে থাকে। আমাদেরকে ঈমানে সমৃদ্ধ করার জন্য আসে। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে আসে। দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য আসে। এতে কোন সন্দেহ নেই, সাহাবীগণ (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহীম) ইসলামের উন্নতির জন্য প্রাণ, ধন-সম্পদ ও সময়ের কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি কিন্তু ইসলামের বিজয় ও সফলতা কেবলমাত্র সেসব পরীক্ষার ফসল নয় বরং সেসব মুসলমানের খোদার সাথে সম্পর্ক; দোয়া করার সময় খোদার সমীপে তাঁদের বিনত হওয়া, এছাড়া বিশ্বনবী মহানবী (সা.)-এর রাতের দোয়া ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আরশকে প্রকম্পিত করতো, খোদার সত্তায় বিলীন সেই নবীর দোয়া, যিনি আপন

প্রভুর জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন সেই রসূলের দোয়াই এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনের দোয়ায় অর্জিত ইসলামের এই বিজয় ও সফলতার যুগ কী কেবলমাত্র পঞ্চাশ, ষাট অথবা প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল? নিশ্চয় নয়। তিনি (সা.) যেহেতু কিয়ামত অবধি খাতামুল আম্বিয়া, কাজেই এই বিজয়ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ভাগেই থাকবে। যদিও পথিমধ্যে একটি অমানিশার যুগ এসেছে আর কেটেও গেছে; কিন্তু আখারীনদের মিলিত হওয়ার ফলে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আখারীনদের (পরবর্তীদের) মাঝে প্রেরিত হবার পর ফলে পুনরায় সেই যুগ সূচিত হবার কথা ছিল, যার মাধ্যমে ইসলামের উন্নতির সেই স্বর্ণযুগ চোখে পড়ার কথা যা প্রথম কয়েক শতাব্দীর মুসলমানরা দেখেছিল। যেভাবে আমি বলেছি, সবচেয়ে বেশী প্রথম কয়েক শতাব্দীর মুসলমান, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ আর তাঁদের যুগাবসানে তাবেঈনগণ যারা সাহাবাদের মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত ছিলেন; এরপর তারা যারা তাদের মাধ্যমে আশিস মন্ডিত হয়েছেন। তাদের সবাই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন খোদার সত্তায়, নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ওপর নয়। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দোয়ার প্রতি জোর দিতেন। নিজেদের রাতগুলোকে দোয়ার মাধ্যমে সজ্জিত করতেন। অতএব আখেরীনদের যুগে যেহেতু বিশেষভাবে তরবারীর যুদ্ধ ও জিহাদ রহিত করা হয়েছে তাই দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম আর প্রত্যেক আহমদীকে বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি জ্ঞানের মাধ্যমে জিহাদের যুগ আর যুক্তি-প্রমাণেরও গুরুত্ব রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যুক্তি ও প্রমাণে জামাতকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার মোকবিলা আজ বিশ্বের কোন ধর্মই করতে পারে না। তা সত্ত্বেও আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হলে পরেই এই যুক্তি-প্রমাণ কাজে আসতে পারে। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর সমীপে বিনত হওয়া এবং যথার্থভাবে দোয়া করা আবশ্যক। এখন আহমদীয়া জামাত অন্যান্য ধর্মের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে যেভাবে বীরদর্পে আগুয়ান আর প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় বিরোধীর মোকাবিলা করছে, জগদ্বাসীর সামনে মহানবী (সা.)-এর আকর্ষণীয় চেহারা আর তাঁর জীবনের মোহনীয় দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তাঁর ওপর কৃত শত্রুদের আক্রমনের কেবল দাঁতভাঙ্গা উত্তরই দিচ্ছে না বরং তাঁর বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদের আসল চেহারাও তাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর দিচ্ছে। বরং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের ওপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। যখন কয়েক বছর পূর্বে ইউরোপে অর্থাৎ জার্মানীতে 'পোপ' ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি করে– তখন আমি জার্মান জামাতকে বলেছিলাম, এর উত্তর পুস্তকাকারে প্রকাশ করুন। জার্মান জামাত উত্তর দিয়েছে আর অনেকেই এতে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের উত্তর লেখা হয়েছে। অন্য কোন মুসলমান ফির্কার এতো বিস্তারিত উত্তর লিখার সৌভাগ্য হয়নি, এমন কি সংক্ষিপ্তও নয়। আমেরিকার যে পাদ্রী ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে হৈচৈ করে থাকে, তার এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাপর আপত্তিকারী ও লিখকদের আপত্তিসমূহের উত্তর দিয়েছে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি। হল্যান্ড, ডেনর্মাক প্রভৃতি দেশের আপত্তিকারীদের

উত্তর দেয়া হয়েছে, আয়নায় দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের আসল রূপ। মোটকথা, আমরা ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করে যাচ্ছি। কিন্তু একইসাথে স্বজনরাও (মুসলমানরা) আমাদের বিরোধী আর বিরোধিতায় সীমালঙ্ঘন করে চলছে। মুসলমান নাম ধারণ করে, ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সম্মানের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান প্রেমিকের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করে যাচ্ছে। তাঁর জামাতের ওপর নির্যাতনমূলক ও পাশবিক আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে পাকিস্তানের নাম সর্বস্ব উলামারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতাঈন' পুস্তকে লিখেছেন, কাবুলের আমীর মৌলভীদের ভয়ে ভীত ছিল আর মৌলভীদের প্ররোচনায় হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফকে শহীদ করা হয়। হয়ত তার (বাদশাহ্র) হৃদয়ে তাঁর প্রতি কিছুটা সম্মানবোধ ছিল কিন্তু বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তার লাগাম ছিল মৌলভীদের হাতে। একই অবস্থা আজ পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের, তারা সব সময় ভয়ে ত্রস্ত থাকে। তারা সেসব নির্দয় উলামার হাতের পুতুল বনে গেছে। সরকারের অধিকাংশ কর্মকর্তা- কর্মচারী ঐ মৌলভীদের মানবতা বিবর্জিত কথাবার্তা মানতে বাধ্য হচ্ছে। মোটকথা, আজ পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা কেবল তাদের প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়েই উদ্বিগ বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত নয় বরং অনেক আহমদী আমাকে লিখেন, এটি এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। আমরা চরম ঝুকি নিয়ে চলাফেরা করি আর এটি এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ বিষয় আমাদের তেমন কোন ভয় নেই। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠার কারণ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-সম্পর্কে এই সকল নিষ্ঠুরদের চরম অশালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও বিতরণ। (যত্রতত্র) বড় বড় পোষ্টার লাগায়, আর সরকারী স্থাপনা সমূহে লাগানো হচ্ছে। অশালীন শব্দটি অতি সাধারণ একটি শব্দ, অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য শব্দ তারা ব্যবহার করছে যা একজন ভদ্র মানুষের পড়তে এবং শুনতে বাধে। লেখক আরও লিখেছেন, এ শব্দগুলো আমাদের যতটুকু ক্ষতি করছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে, আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এই নোংরা ভাষা মাইকে শুনে আর অশালীন বই-পুস্তক দেখে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। যখন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তারা তখন হয়তো শুনেও আমাদের কথায় কান দেয় না নতুবা বলে দেয় আমরা অপারগ, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। মোটকথা পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা ধৈর্য ও সহনশীলতার এক মহান ও নতুন অধ্যায় রচনা করছে।

কাজেই ধৈর্য ও সহনশীলতার এই চেতনাকে ফলবাহী করার একটিই মাধ্যম তাহলো, খোদার সামনে আমাদের বিনত হওয়া। এত দোয়া করুন যাতে অশ্রুবারিতে আপনাদের সেজদাস্থল সিক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লার আরশকে প্রকম্পিত করার জন্য নিজেদের মাঝে সেই পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন যা সাহাবীদের (রা.) জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। এদের আঘাত ও মর্মপীড়া থেকে আজ দোয়াই আমাদের রক্ষা করতে পারে। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে আহমদীয়াতের প্রতি বিরোধীদের শত্রুতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুপাতে আমাদেরও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। বরং তদপেক্ষাও বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন যেন আমরা দ্রুত আল্লাহ্ তা'লার করুণা আকর্ষণ করতে পারি। পাকিস্তানের আহমদীদের

আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, শুধু সাধারণ দোয়াই নয় বরং বিশেষ দোয়ার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হোন। বরং এসব দোয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখাও শুরু করুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী পাকিস্তানী আহমদীরাও পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদী ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। অনুরূপভাবে সমগ্র পৃথিবীর অ-পাকিস্তানী আহমদীরাও পাকিস্তানী আহমদী ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা এসব অত্যাচারীকে অচিরেই নিশ্চিহ্ন করুন যেন শীঘ্র দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট সম্পর্কে মিথ্যা ও নোংরামীর যে বেসাতী চলছে অচিরেই যেন এর অবসান ঘটে আর দেশ রক্ষা পায়; নয়ত দেশ রক্ষার আর কোন নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চয় পাকিস্তানী আহমদীদের অ-পাকিস্তানী আহমদীদের দোয়া পাবার অধিকার আছে, কেননা তারাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছিয়েছে। নিশ্চয় উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে যেসব দোয়া করা হয় তা খোদা তা'লা শোনেন। আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে চরম প্রগলভতা চলছে, এর তুলনায় এমন আর কোন্ বিষয় আছে যা আমাদের অধিক ব্যাকুল করবে? অতএব আজ সব আহমদীর আকুল হয়ে দোয়া করা প্রয়োজন। কেননা উদ্বিগ্ন চিত্তের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে একস্থানে বলেন, **'পবিত্র কুরআনের একস্থানে খোদা তা'লা নিজ পরিচয়ের এ চিহ্ন বর্ণনা করেন, তোমাদের খোদা সেই খোদা! যিনি ব্যাকুলতার আতিসহ্যে কৃত দোয়া গ্রহণ করেন। যেমন তিনি বলেন,** أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ (সূরা আন্ নাহল:৬৩)। এরপর বলেন, **'স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা পরবিমুখ। যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকহারে ও বারংবার উৎকণ্ঠার সাথে দোয়া করা না হয়, তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। দেখো, কারো স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ হলে বা কারো বিরুদ্ধে কোন গুরুতর মোকদ্দমা দায়ের হলে সে কত ব্যাকুল হয়ে যায়। কাজেই দোয়াতেও যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ব্যাকুলতা ও উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ প্রভাবহীন ও বৃথা কাজ। দোয়া গৃহীত হবার জন্য ব্যাকুলতা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,** أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ।'

অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীকে ব্যাকুল হয়ে বিশেষভাবে এসব দোয়া করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে পাকিস্তানী আহমদীদেরকে পাকিস্তানের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জোরালোভাবে এসব দোয়া করা প্রয়োজন। যেমন আমি বলেছি, পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা কোন কোন স্থানে এই উদ্বেগও প্রকাশ করছেন, সব আহমদী নয় বরং কতিপয় আহমদী এমন ভাবাবেগ প্রকাশ করছেন। এর বহিঃপ্রকাশ আরো অধিক হওয়া প্রয়োজন । প্রত্যেক আহমদী বিশুদ্ধচিত্তে অত্যাচারী ও অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দোয়া করুন। এটিই আমাদের অস্ত্র এবং এর প্রতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমার স্মরণ আছে চতুর্থ খিলাফতের যুগে আমি যখন রাবওয়াতে ছিলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেছিলেন। আমি পাকিস্তানের অবস্থার জন্য দোয়া করেছি, অথচ আজকের পরিস্থিতি যত ভয়াবহ তখন এর এক দশমাংশও ছিল না, এর কোন তুলনাই হয় না। তখন স্বপ্নে আমি এই শব্দ শুনতে পাই, **'যদি পাকিস্তানের শতভাগ আহমদী একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্**

তা'লার সমীপে বিনত হয় তাহলে কয়েক রাতের দোয়াতেই এই অবস্থার অবসান সম্ভব'। আমি প্রথম দিন থেকেই জামাতের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি, আপনারা আত্মসংশোধন ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। নিজের অজান্তেই আমার প্রতিটি বক্তব্য এ বিষয়ে পর্যবসিত হয়। এটি নিশ্চিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত খোদা তা'লার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। পূর্ণ হবে নয় বরং এ প্রতিশ্রুত পূর্ণ হচ্ছে। পাকিস্তানে জামাতের সদস্যদের দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। বিজয়ের সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য বা দৃষ্টান্ত পাকিস্তানেও আমরা দেখছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও জামাত সেখানে ক্রমশ উন্নতি করছে। শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র, প্রত্যেক আক্রমন যে ভয়াবহ উদ্দেশ্যে করা হয় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে শত্রুকে সে অনুপাতে সফলতা দেন না। শত্রুর পরিকল্পনা অত্যন্ত ভয়ানক কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল স্বীয় অনুগ্রহেই তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সুরক্ষা বিধান করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষা দেখে আমাদের উচিত এক দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। আমাদের প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবনিতাকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর সামনে সম্পূর্ণ বিনত হয়ে **(হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ)** আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের আপ্রাণ চেষ্টা করে যদি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত হয় তাহলে এই অত্যাচারী ও অত্যাচার দেখতে দেখতে উবে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তাঁর তকদীর জয়যুক্ত হবে। কিন্তু সেই তকদীর শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশিত হওয়া কখনও কখনও বান্দার কর্ম বা দোয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। কখনও কখনও একটি প্রজন্মকে অপেক্ষা করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এ কাজ অবশ্যই করবো; কিন্তু যদি তোমাদের তাড়া থাকে তাহলে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি তা পূর্ণ করার জন্য নিজেদের জীবনে এক বিপ্লব সাধন কর এবং নিজ আচরণে এক পরিবর্তন আনয়ন কর। খোদা তা'লার বাণীকে বুঝা উচিত। অতএব আসুন! আজ নিজেদের দোয়া দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার আরশ কাঁপিয়ে তুলুন। আরশকে প্রকম্পিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লার রহমত যা আমাদের জন্য উদ্বেলিত একে আরো অধিক উদ্বেলিত করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সমীপে ঝুঁকা উচিত যেন তিনি আমাদেরকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তি দেন। শতভাগের মাঝে এই বিপ্লব সৃষ্টি না হলেও যদি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভেতর এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে যায় তাহলে আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক বিজয়-দৃশ্য অবলোকন করতে পারবো।

আল্লাহ্র কাছে আমার আকুতি থাকবে, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম বুঝি আর দোয়া করার রীতি সম্পর্কে সচেতন থাকি যেন তা খোদা তা'লার কৃপা শীঘ্র আকর্ষণ করতে পারে। এই ধারণা বা চিন্তা আমাদের হৃদয়ে যেন কখনো না আসে, আমরা এত দোয়া করছি এরপরও আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করছেন না বা সেই দৃশ্য আমাদের দেখাচ্ছেন না। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করে যাচ্ছেন এমনকি আমাদের তুচ্ছ দোয়া ও প্রচেষ্টায় স্বীয় বিশেষ কৃপায় এত ফল দিচ্ছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয় এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বে ঈমান দৃঢ় হয়। আমি যেমন বলেছি, পাকিস্তানে শত্রুদের ষড়যন্ত্র যত ভয়ানক আর প্রতিদিন যেভাবে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে সে তুলনায়

তাদের সফলতা কিছুই না। এছাড়া পাকিস্তানেও আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া জামাত ঈমানে উন্নতি করছে আর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপাবারি তারা অবলোকন করছে। আর যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা জগতের সামনে জামাতকে পরিচিত করাচ্ছেন এবং উন্নতি দিচ্ছেন এটিও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টা এবং সামান্য দোয়ার প্রতিফল। দ্বিতীয় কথা হল, যদি কারো মনে সামান্যমত সন্দেহও থেকে থাকে যে, আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা শোনেন না তবে তার ইস্তেগফার করা উচিত আর স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা মালিক বা সর্বাধিপতি আর আমাদের কাজ কেবল মালিকের কাছে যাচনা করা। এরও কিছু নিয়ম-নীতি আছে যা আমাদের পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। আর এ নিয়ম-কানুনের অনুবর্তীতা করাই হল আমাদের কাজ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, দোয়া করার বেলায় কখনো ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হলে চলবে না আর আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কখনো এ কুধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, তিনি দোয়া শোনেন না।প্রথম কথা হল, দোয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে গৃহীত হওয়ার জন্য একটা সময়ের দাবী রাখে, দ্বিতীয়তঃ দোয়া সেভাবে গৃহীত নাও হতে পারে যেভাবে চাওয়া হয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনভাবে নিজ প্রিয়দের দোয়া গৃহীত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে থাকেন। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, গোটা বিশ্বে জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কুরবানী, পাকিস্তানী আহমদীদের ত্যাগ এবং দোয়ার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ বান্দাকে নিজের অবস্থারও পর্যালোচনা করতে হবে, সে পবিত্র মনে খোদা তা'লার অধিকারসমূহ প্রদান করতঃ নিজ মস্তক খোদা তা'লার দরবারে অবনত করেছে কী? যদি চিন্তা করে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন, দোষ বান্দারই (খোদা তা'লার নয়)। অপর এক জায়গায় দোয়ার নিয়ম-নীতির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'খোদা তা'লার কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি মানতে হয়, আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাদশাহ্‌র কাছে কিছু চাইতে গিয়ে সর্বদা শিষ্ঠাচারের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। কীভাবে যাচনা করতে হয়, সূরা ফাতিহাতে খোদা তা'লা তা-ই শিখিয়েছেন আর তিনি শিখিয়েছেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ **অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক।** الرَّحْمَنِ **অর্থাৎ যিনি অযাচিত দানকারী।** الرَّحِيمِ **অর্থাৎ যিনি মানুষের সত্যিকার পরিশ্রমের উত্তম ফল প্রদান করেন।** مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ **প্রতিদান-শাস্তি তাঁর হাতেই নিহিত। তিনি ইচ্ছে হয় রাখেন আর ইচ্ছে হয় মারেন'।** তিনি (আ.) বলেন, **'এ জগত এবং পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান উভয় তাঁরই করায়ত্বে'।** তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'মানুষ যদি এভাবে খোদা তা'লার প্রশংসা করে তাহলে সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, তিনি কত মহান স্রষ্টা যিনি রব্ব, রহমান, রহীম আর তাঁকে অদৃশ্যেও বিশ্বাস করে এসেছে। অর্থাৎ এসব দোয়া যখন করে তখন আল্লাহ্ তা'লার সেসব গুণাবলীর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং ধীরে ধীরে তা এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, সে খোদা তা'লাকে সামনে উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা জ্ঞান করে ডাকে এবং বলে,** إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ **অর্থাৎ এমন পথ যা একেবারেই সোজা, যাতে**

কোনরূপ বক্রতা নেই। একটি পথ অন্ধদের হয়ে থাকে, তারা অনর্থক পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয় ঠিকই কিন্তু কোন ফল লাভ হয় না। এবং অপর পথ এমন— যে পথে পরিশ্রম করলে উত্তম ফলাফল সৃষ্টি হয়। এর পর صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم অর্থাৎ ঐসব লোকদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ এবং সেটিই সিরাতাল মুস্তাকিম, যে পথে চলার ফলে পুরষ্কার লাভ হয়। এরপর, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ না ঐ লোকদের পথে যাদের ওপর তোমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে এবং وَلَا الضَّالِّينَ এবং (তাদের পথেও নয়) যারা (সোজা পথ থেকে) দূরে পড়ে রয়েছে'।

কাজেই দোয়ার রীতি-নীতিও আমাদের কিছুটা জানা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক গুণাবলীসমূহ যথা: রব্ব, রহমান, রহীম, মালিকিইয়াওমিদ্দীন এগুলোর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন বাঞ্ছনীয় এবং যখন এসব গুণাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান নিশ্চিত হবে তখনই ইবাদত ও দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর বান্দা বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেসব দানে ভূষিত করেন সেসব পুরস্কার লাভের অভিপ্রায়ে তারা তাঁকে ডাকে। আমার কোন কথা ও কাজ যেন আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ না হয় এ ভয় থাকা উচিত। সব সময় আল্লাহ্‌র ভয় যেন হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। একজন বিনয়ী বান্দা সর্বদা এ চেষ্টায় রত থাকে, আমি যেন কখনোই স্বীয় খোদা থেকে দূরে সরে না যাই। এমন সময় যেন কখনও না আসে যখন আমি খোদাকে বিস্মৃত হবো। অতএব পরিস্থিতি এমন হলে দোয়া কবুল হয় এবং পুরস্কার নাগালের ভেতর এসে যায়। বিজয়ের লক্ষণাবলী প্রদর্শন করা হয় আর শত্রুদের ধ্বংস ও বিনাশ তখন কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে থাকে মাত্র।

তাই যেভাবে আমি বলেছি, চলুন এখন পূর্বের তুলনায় আমরা নিজেদের ঈমানকে অধিক দৃঢ় করি, নিষ্ঠার সাথে তাঁর সামনে বিনত হই। আমাদের শত্রুরা যদি (বিরোধিতার ক্ষেত্রে) চরম পর্যায়ে পৌঁছে— তাহলে চলুন! আমরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ পংক্তি **'আমরা আমাদের পরম বন্ধুর মাঝে আত্মগোপন করলাম'** এর পরিপূরণস্থল হবার চেষ্টা করি।

নিশ্চয় আমরা যখন আমাদের খোদার মাঝে বিলীন হয়ে তাঁর নিকট যাচনা করব তিনি ছুটে আসবেন আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী একজন বান্দা যদি রাজ দরবারীদেরকে রাতের তীর দ্বারা, রাতের সেই দোয়া সমূহের মাধ্যমে যা আরশকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, পরাজিত করতে পারে তাদেরকে পদানত করতে পারে এবং সেই পারিষদদের এটি বলতে বাধ্য করতে পারে, 'আমরা তীর সমূহের মোকাবিলা করতে পারব না' তাহলে নিশ্চয় আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী, আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে এ শুসংবাদ দিয়েছেন, **'আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি'**, (তাই) আমরাও যদি দোয়া করি আর রাতের তীরের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলা করি তাহলে অবশ্যই আমরা সফল হবো।

তবে সম্ভবত সেই পারিষদদের মাঝে পুণ্যের কোন ছাপ অবশিষ্ট ছিল যে কারণে তারা ঐ বুযূর্গকে রাতের তীরের ভয়ে বিরক্ত করা ছেড়ে দিয়েছিল। আর নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছিল, গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ঐ সকল লোক যারা মৌলভী, ওলামা আখ্যায়িত হচ্ছে, সেই রসূল (সা.) যিনি রহ্‌মাতুল্লিল

আলামীন ছিলেন, তাঁর নামে যারা নির্যাতনের বাজার গরম করে রেখেছে তাদের ভেতর পুণ্যের লেশমাত্রও নেই। তাদের না খোদায় বিশ্বাস আছে না-ই রসূলের প্রতি। তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার কল্যাণ আশা করা যায় না। এখন মনে হয় তাদের ভাগ্যে কেবল ধ্বংসই নির্ধারিত আছে যা কেবল আমাদের রাতের তীরের মাধ্যমে হতে পারে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, আমরা সেই মোহাম্মদী মসীহ্‌র দাস, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, **'আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি'**। কাজেই আমরা যদি আমাদের প্রিয় খোদাকে নিষ্ঠার সাথে ডাকি, রাতের গভীরে শত্রুর বিরুদ্ধে তীর চালাই, তাহলে নিশ্চয় খোদা আপন কুদরতের বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করবেন।

অতএব দোয়া এমন একটি অস্ত্র! যদি কেউ একে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবহার করে তাহলে কেউ এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই মহান অস্তিত্ব যিনি এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসত্বে বান্দাদেরকে খোদার সাথে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করতে এসেছিলেন। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেগুলি পূর্ণ হবে আর অবশ্যই পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ্। কেননা খোদা তা'লার আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের (নাউযুবিল্লাহ্) সামান্যতম সন্দেহও নেই। তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, অবশ্যই করেন, কারণ তিনিই হলেন সত্য প্রতিশ্রুতি দাতা। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর থেকে এ পর্যন্ত বিরোধিতার ঝড় বয়ে চলেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগে আহরারীরা কাদিয়ানকে ধুলিসাৎ করার বড় বড় বুলি আওড়েছিল। এরপর এক ব্যক্তি ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেবার দাবী করেছিল। আরেকজন আহমদীয়াতকে ক্যানসার আখ্যা দিয়ে সমূলে উৎপাটন করার শপথ নিয়েছিল। কিন্তু এসব কিছুর পরিণাম কি হলো? আজ আহমদীয়াত পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই এ জামাত খোদা তা'লার প্রিয় জামাত। যিনি তাঁর প্রিয়জনকে এ যুগে ইসলামরূপী বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য পাঠিয়ে এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমরা প্রতিক্ষণ ও প্রতিনিয়ত খোদা তা'লার সমর্থন ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করছি। তাই এটি চিন্তার বিষয় নয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত কি না? অথবা নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করছেন না? বরং চিন্তার বিষয় হলো, আমরা নিজ দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করছি কিনা? দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করছি কিনা? আমরা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকেছি কিনা? আমরা খোদার সমীপে বিনয়ের সাথে সমর্পিত হই কিনা? অতএব এখন আমাদের কাজ হলো, স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অন্যায়ভাবে আরোপিত কষ্টদায়ক কথা শুনে শুধু আক্ষেপ বা উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশই যথেষ্ট নয় বরং রাতের দোয়া (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের দোয়া) দ্বারা ঐশী তকদীরকে (অর্থাৎ বিজয়) অচিরেই নিজেদের অনুকূলে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। এককভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এমন দোয়া করার তৌফিক দান করুন যা তাঁর দয়া ও কৃপাকে আকর্ষণ করবে আর আমরা যেন খোদার আরশকে প্রকম্পিত করার মত দোয়া করতে পারি। যার ফলে খোদা তাঁর সৈন্যবাহিনী ও ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দিবেন, তোমরা যাও এবং গিয়ে

নির্যাতিতদের সাহায্য কর। আল্লাহ্ যেন ফিরিশ্তাদের এ নির্দেশ দেন, যারা 'রাব্বী ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির' (অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি পরাভূত কাজেই তুমি আমাকে সাহায্য কর) বলে দোয়া করছে তোমরা তাদের শত্রুদের 'ফাসাহ্হিকহুম তাসহীকা' তোমরা তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। তোমরা যাও এবং এসব নির্যাতিত ও অসহায়দের সাহায্য কর; যাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যার দম্ভে নির্যাতনের লক্ষস্থলে পরিণত করছে। শাসক যাদেরকে অত্যাচার মূলক বিধানের অধীনে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, যাদেরকে ধর্মের তথাকথিত ঠিকাদাররা ইসলামের নামে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার দাবী করছে– যাদের দোষ শুধু এটুকুই, এরা আমার প্রেরিতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই ঘোষণা করছে, আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি এবং ঈমান এনেছি। কাজেই হে ফিরিশ্তাগণ! যাও এদের সাহায্য কর। পৃথিবীবাসীকে বলে দাও এরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে। অতএব আমি তাদের অভিভাবক, সুরক্ষক ও সাহায্যকারী। আমার এ কথা আজও সত্য فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ অর্থাৎ তিনি কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের সাথে যারা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তারা আমা কর্তৃক ধৃত হবে। অতএব খোদা তা'লার এ স্নেহ সূলভ ব্যবহার লাভের জন্য প্রত্যেক আহমদীর উচিত খোদা তা'লার সামনে বিনত হওয়া, দোয়া করা, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার আরশ হতে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আদেশ জারী না হয়ে যায়। আমরা অনেক দুর্বল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এরা যেসব অশোভন শব্দ ব্যবহার করে থাকে আমরা এর প্রতিশোধ নিতে অপরাগ। এর চিকিৎসা শুধু একটিই আর তা হলো, নিজেদের সিজদার স্থানকে চোখের অশ্রুতে সিক্ত করুন। স্বীয় অভিভাবক, অসহায়দের সাহায্যকারী এবং নির্যাতিতদের সমর্থনকারীকে ডাকুন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর খোদাকে ডাকুন যিনি দুর্বল ও নিঃস্ব মুসলমানদের পরাধীন অবস্থা থেকে শাসকের আসনে বসিয়েছেন। যিনি শত্রুর প্রত্যেক ষড়যন্ত্র তাদের মুখে ছুড়ে মেরেছেন।

অতএব হে খোদা! আজ আমরা তোমার করুণা ও প্রতাপের দোহাই দিয়ে দোয়া করছি, এ দেশের মাটিকে তোমার রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসারী হবার দাবীকারকরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তোমার অনুগত দাসদের জন্য খুবই সংকীর্ণ করে দিয়েছে; এরা একে আমাদের জন্য কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিণত করার চেষ্টা করছে। হে খোদা! তুমি তোমার বিশেষ কৃপাগুণে আমাদের জন্য এ দেশকে জান্নাত বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এ স্থানকে ফুলের বাগান বানিয়ে দাও। আমাদেরকে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী কর। তোমার সাথে সাক্ষাতের এক অফুরাণ ধারার সূচনা কর। তুমি আমাদের এসব দোয়া কবুল কর। তুমি আমাদেরকে এবং উম্মতে মুসলেমার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে নামধারী আলেমদের নৃশংস থাবা থেকে মুক্ত করে তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক [ইমাম মাহদী (আ.)]-এর জামাতভূক্ত হবার সুযোগ দান কর। যেন উম্মতে মুসলেমা 'খায়রে উম্মত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হবার কর্তব্য পালন করতঃ এ পৃথিবীকে যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারে। হে পরম দয়াময় খোদা! তুমি আমাদের প্রতি কৃপা করতঃ আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান কর।

আজও একটি দুঃসংবাদ আছে। পাকিস্তানের ঐ অত্যাচারীদের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন আরেকজন আহমদী। কয়েকদিন পূর্বে মুহম্মদ শরীফ সাহেবের সন্তান শেখুপুরা নিবাসী মাস্টার রানা দেলাওয়ার হোসেন সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে। মাস্টার দেলাওয়ার হোসেন সাহেব ১৯৬৯ সালের ২৫শে মে শেখপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে বি.এ পাশ করে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নেন এবং বি.এড পাশ করেন। ১লা অক্টোবর ২০১১, রোজ শনিবার দুপুর সাড়ে বারটার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে যখন তিনি পাঠদান করছিলেন, তাঁর উপর গুলি চালায়। একটি গুলি তাঁর ঘাড়ে আরেকটি পেটে লাগে এরফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون।

আহত অবস্থায় স্কুলেই তাঁর অবস্থা আশংকাজনক ছিল। হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি শাহাদত করণ করেন। তিনি নবদীক্ষিত আহমদী ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রাখতেন, সত্য সন্ধানী ও অনুসন্ধিৎসুমনা ছিলেন। আলেমদের সাথে মতবিনিময় করতেন, পড়াশুনার অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন ইসলামী ফির্কা সম্পর্কে গবেষণা তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। প্রকৃতিগতভাবে পুণ্য ও ব্যক্তিগত গবেষণার সুবাদে সেসব বিদ'আত যা আজকালের আলেমরা প্রচলন করে রেখেছে যেমন কুলখানী, তাবীজ-কবজ ইত্যাদি এর প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন আর আত্মীয়-স্বজনদের বলতেন, এসব থেকে বিরত থাক কেননা এগুলো বৃথা কার্যকলাপ। আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে একাধিকবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে রাবওয়াহ্ গিয়েছেন, জামাতের পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক পড়তেন। এমটিএ-এর অনুষ্ঠান দেখতেন। সে সময় একজন সুপরিচিত আহমদীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়, তিনি তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন আর এর কিছুদিন পর তিনি বয়'আত করেন। যখন তিনি প্রথমে বয়'আত করতে চাইলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল, আরো যাচাই বাছাই করুন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমার বয়'আত নিয়ে নিন, না জানি কখন মৃত্যু এসে যায়। আমি জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করতে চাই না কাজেই আমার বয়'আত গ্রহণ করুন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়'আতের পর অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। নামাযে গভীর মনোযোগের পাশাপাশি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সন্তানদেরকেও তা নিয়মিত করার উপদেশ দিতেন। বাড়ীতে নিয়মিত বাজামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। বয়'আতের পরপরই বাড়ীতে এমটিএ'র সংযোগ নেন। তিনি শুধু নিজেই (এমটিএ) দেখতেন না বরং ছেলেমেয়েদের সাথে বসিয়ে দেখাতেন। এমটিএ'র অধিকাংশ অনুষ্ঠানই তিনি দেখতেন। একান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তিনি তবলীগের কাজ করতেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মী শিক্ষকদের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দিতেন এবং স্থানীয় মুরব্বী সাহেবের সাথে রীতিমতো যোগাযোগ করাতেন। এছাড়াও তিনি তাদের কাছে এমটিএ (থেকে ধারণকৃত বিভিন্ন) জামাতী সি.ডি, বইপত্র ও পত্রিকা পৌঁছে দিতেন। আর নিজেও বিভিন্ন বই পড়তেন। এক মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেছেন, তবলীগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অকুতোভয় বা অত্যন্ত নির্ভিক।

একইভাবে খিলাফতের সাথে তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম শুনলে বা ছবি দেখলে তাঁর চোখে গভীর ভালবাসা ও সম্মান ফুটে উঠত। মুরব্বী, মুয়াল্লেম ও জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যটি তাঁর মাঝে প্রবল ছিল। তিনি রীতিমত জুমুআর নামায পড়তে যেতেন এবং ছেলেমেয়েদেরও সাথে নিয়ে যেতেন। সন্তানদের শিক্ষা- দীক্ষার ব্যাপারে তিনি চিন্তিত থাকতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, ছোট ছেলেটি জামাতের মুরব্বী হবে। সব ধরনের আত্মত্যাগের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। বয়'আতের পরপরই তিনি জামাতের চাঁদার সাথে যুক্ত হয়ে যান। বয়'আতের পর তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাঁকে এক ঘরে করে রাখে। কিন্তু এক ঘরে থাকার পরও তাঁর ঈমান দৃঢ় হতে থাকে। শেষে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর সাথে কতক মৌলভীর ধর্মীয় বিতর্কও করায়। কিন্তু মৌলভীদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ না থাকার কারণে তারা ব্যর্থ হতো। মৌলভীরা তাঁর বাড়ির সামনে একটি সভা করে আর তিনি একাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। মৌলভীরা যখন তাঁর সাথে যুক্তিতর্কে পেরে উঠছিল না তখন তাঁর বিরুদ্ধে কাফির ও ওয়াজিবুল কতলের (হত্যাযোগ্য) ফতওয়া দেয়া শুরু করে। তথাপি তিনি নির্ভয়ে সেই জলসায় উপস্থিত থাকেন এবং মৌলভীদের সাথে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু মৌলভীদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই তাই তারা শেষ পর্যন্ত গালাগালি করে সেখান থেকে প্রস্থান করে।

তিনি পূর্বেও একটি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সেই স্ত্রী মারা যান। পরে ১৯৯৩ সনে প্রথম স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করেন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়, তাদের বয়স যথাক্রমে ১৭, ১৫, ৯ ও ৫ বছর।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নিত করুন। তাঁর স্ত্রী-সন্তানদেরকে দৃঢ়তা দান করুন, ঈমানের উন্নতি দিন এবং তাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। জুমুআর নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্।

আরেকটি জানাযা গায়েব রয়েছে, এটি আমাদের ফযলে উমর হাসপাতালের অনেক প্রবীণ কর্মী আব্দুল জব্বার সাহেবের। তার পিতার নাম জনাব ফযল দ্বীন। গত ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৮টায় তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি অনেক দিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। তিনি হৃদরোগী ছিলেন আর চিকিৎসা চলছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তার দায়িত্ব অতীব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। প্রায় ৪৫ বছর পর্যন্ত তিনি ফযলে উমর হাসপাতালে সেবা দানের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জামাতের প্রবীণ বুযূর্গদের সেবা করেছেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.)-এর সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন; অত্যন্ত মিশুক ও বিনয়ী ছিলেন। বরং আমি দেখেছি, হাসপাতালের সকল ষ্টাফদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ভদ্র ছিলেন এবং রোগীরা তাকে বেশ পছন্দ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নিত করুন এবং তার স্বজনদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

তৃতীয় জানাযাটি জনাব মওলানা জাফর মুহাম্মদ জাফর সাহেবের পুত্র নাসের আহমদ জাফর সাহেবের। ইনি একজন সরকারী চাকরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়

জামাতের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। আর অবসর গ্রহণের পর তো পুরোদস্তুর একজন ওয়াকফে যিন্দেগীর মত জামাতের সেবায় নিয়োজিত হন। বিভিন্ন মানুষের সাথে তার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আর এই সুসম্পর্কের সুবাদে প্রথমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) এবং পরবর্তীতে আমিও তাকে বিভিন্ন কাজের জন্য পাঠাতাম। তিনি একজন সমাজকর্মীও ছিলেন তাই অন্যেরাও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখত। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদাও উন্নিত করুন এবং তার স্বজনদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। এ সবক'টি গায়েবানা জানাযা এখন নামাযের পর পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)